তারিখ 21 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

দৈনিক
ইত্তেফাক

সরকারি প্রাইমারি স্কুলসহ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন জেলায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়নি। বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শহীদ মিনার নেই। সরকারিভাবে বরাদ্দ না থাকায় বেশিরভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে শহীদ মিনার নেই। ইত্তেফাক প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

বিজয়নগরে দুই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক শহীদ মিনার নির্মাণ করার কথা থাকলেও প্রশাসনিকভাবে তদারকি না থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত লোকরা শহীদ মিনার স্থাপন করছে না। ফলে শিক্ষার্থী, মুক্তিযোদ্ধা ও অভিভাকদের মাঝে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে উপজেলায় ১টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ২টি কলেজ, ২টি স্কুল এন্ড কলেজ, ২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি জুনিয়র স্কুল, ৭টি মাদ্রাসা, ৯৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৮০টি কিন্ডার গার্টেনসহ মোট ২১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার থাকলেও কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পূর্বাচল কলেজসহ দুই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই। ফলে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালি চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষার্থীরা বাঁশ, বেত দিয়ে তৈরি করা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

কাজী শফিকুল ইসলাম কলেজের বিএসএস-এর ছাত্র কাজী হানিফ জানান, কলেজে শহীদ মিনার না থাকায় ২১ ফেব্রুয়ারির দিনে কাগজের তৈরি শহীদ মিনারে ফুল দিতে হয়।

পূর্বাচল কলেজের অধ্যাক্ষ মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, কলেজে শহীদ মিনার নেই। তবে আমরা অস্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করে দিবসটি পালন করি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান চৌধুরী বলেন, প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণ করা দরকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ছায়েদুর রহমান জানান, উপজেলা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উন নেছা শিউলি জানান, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে শহীদ মিনার নির্মাণ করা বাধ্যতামূলক। যারা নির্মাণ করেনি তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বকশীগঞ্জে দুইশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই

জামালপুরের বকশীগঞ্জে গুটি কয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া ২শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই। ফলে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারে না প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী। জানে না ভাষা দিবসের ইতিহাস।

বকশীগঞ্জ উপজেলায় ১০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কোনো বিদ্যালয়েই শহীদ মিনার নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৪টি বিদ্যালয় রয়েছে। শহীদ মিনার রয়েছে ১২টি বিদ্যালয়ে। ১২টির মধ্যে অধিকাংশ শহীদ মিনারের অবস্থা করুণ। সংস্কারের অভাবে শহীদ মিনারগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বকশীগঞ্জে মাদ্রাসা রয়েছে ১৮টি। কোনো মাদ্রাসাতেই শহীদ মিনার নেই। ৪টি ভোকেশনালের মধ্যে কোনোটাতেই শহীদ মিনার নেই। ১০টি কলেজের মধ্যে ২টি কলেজে শহীদ মিনার রয়েছে। অনুমোদিত ৪০টি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মধ্যে একটিতেও শহীদ মিনার নেই। অর্থাৎ বকশীগঞ্জ উপজেলায় মোট ২১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে। ফলে ভাষা আন্দোলনের ৬৪ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়নি। শহীদ মিনার না থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারছে না।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) স্বর্ণজিৎ দেব জানান, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন জানান, সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শহীদ মিনার নির্মাণের সুযোগ না থাকায় ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের শহীদ মিনার নির্মাণের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুব্রত পাল জানান, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই। সে সব প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

বটিয়াঘাটার ৯৩ ভাগ স্কুলে শহীদ মিনার নেই

বটিয়াঘাটা (খুলনা) সংবাদদাতা জানান, উপজেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ১৪২ বিদ্যালয়ের ৯৩ ভাগ বিদ্যালয়ে আজও কোনো শহীদ মিনার নেই। এসব বিদ্যালয়ের কোনো কোনো স্থানে উৎসাহী শিক্ষার্থীরা ভাষা দিবস পালনে কলা গাছ দিয়ে তৈরি শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। খোদ উপজেলা সদরে অবস্থিত হেডকোয়ার্টার পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৫ বছর পর এবার প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ করে ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। সাত ইউনিয়নে মোট ২৬টি মাধ্যমিক ও ১১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, জলমা, বটিয়াঘাটা ও গঙ্গারামপুর ইউনিয়নে ৯০ ভাগ এবং সুরখালী, ভান্ডারকোট, বালিয়াডাঙ্গা, আমীরপুর ইউনিয়নের ৯৫ ভাগ স্কুলে কোনো শহীদ মিনার নেই। উপজেলা প্রশাসন থেকে কোনো প্রকার চাপ না থাকায় এসব স্কুলে শহীদ মিনার তৈরির ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যায় না। মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সভাপতি হেডকোয়ার্টার স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনিল কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, ইত্তেফাকে সংবাদ প্রকাশের পর বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি তার স্কুলে এবার শহীদ মিনার তৈরি করেছেন। উপজেলার অধিকাংশ স্কুলে শহীদ মিনার নেই। প্রশাসনের এ ব্যাপারে কঠোর হওয়া উচিত। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ধীমান কুমার মণ্ডল ইত্তেফাককে বলেন, উপজেলার মধ্যে ২/৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার আছে। বাকি অন্যান্য স্কুলের কোনো কোনো জায়গায় কলা গাছ অথবা মাটি দিয়ে শহীদ মিনার তৈরি করে সেখানে ফুল দেয়। এবার হয়তো সেভাবেও হবে না।